ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই

(মুসলিম জাতির প্রাণের দাবী)

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই

(মুসলিম জাতির প্রাণের দাবী)

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.amarboi.org

ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১২৩৯, ৯৩৩১৫৮১

বর্তমান প্রকাশ

আষাঢ়	-	১৪১১
জামাঃ আউয়াল	-	১৪২৫
জুলাই	-	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র

কম্পোজ ও মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনের একজন অকুতোভয় নির্ভীক সেনা নায়ক। বর্তমান বিশ্বে যে কয়জন ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর জীবনের যাবতীয় কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য। তাঁর মন-মেধা, চিন্তা-ভাবনা একমাত্র সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী রাসূলই সম্পূর্ণ একা অপরের সহায়তা ছাড়া আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করতে পারেননি। কোন আদর্শবাদী আন্দোলনই কোথাও একক প্রচেষ্টায় কামিয়াব হয়নি।

আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের মনগড়া সকল বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী করার লক্ষ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম আল্লাহর দ্বীনের সকল সৈনিকগণকে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে একই প্লাটফরমে সমবেত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এভাবে ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ইসলামী ঐক্যের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ লক্ষ্যেই ১৯৭৮ সালে 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

অতপর ১৯৯৪ সালে 'ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা' নামে আরো একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দেশের আপামর জনতার প্রাণের দাবী পূরণের নিয়তেই তার এই আমরণ প্রচেষ্টা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই **'ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই'** শিরোনামে এ পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো। এই পুস্তিকা পাঠে দেশের আপামর মুসলিম জনতা যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন তবেই লেখক হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের এ মহান চিন্তা নায়কের উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী আন্দোলনের একই কাফেলায় ঐক্যবদ্ধ হবার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

www.amarboi.org

পুস্তিকা পরিচিতি

বাংলাদেশের সকল ইসলামী শক্তি একটি ঐক্যমঞ্চে সমবেত হয়ে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (সা.)-এর আইনের ভিত্তিতে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের আদর্শে এ দেশকে গড়ে তোলা সম্ভব বলে যারা বিশ্বাস করেন তাঁরা ঐ কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করছেন।

আমি ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর থেকে এ সম্পর্কে যে নগণ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সে বিষয়ে "ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা" শিরোনামে ১৯৯৪ সালে একটি পুস্তিকায় এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করি।

এরপর ঐক্যের জন্য আরও যা করা কর্তব্য মনে করেছি তা এ পুস্তিকায় সংযোজন করা হলো।

আরও যারা ঐক্যের জন্য ইখলাসের সাথে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাদের কথাও এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করছি।

এভাবে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ২০ বছর ধরে ইসলামী ঐক্যের জন্য যতটুকু চেষ্টা করা হয়েছে তা এ পুস্তিকায় উল্লেখ করা হলো। তাই নতুন নামে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা গেল।

দেশের সর্বত্র ইসলামী জনতার প্রাণের দাবীই হলো ইসলামী ঐক্য। সারা দেশে যেখানেই যাই এ বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হই। তাই যারা ঐক্যের জন্য আগ্রহী তাদের অবগতির জন্য এ পুস্তিকাটি রচনা করা কর্তব্য মনে করেছি।

আল্লাহ পাক ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টাকে সফল করুন- এ দোয়া হামেশা করার জন্য সকলের নিকট আকুল আবেদন জানাই।

গোলাম আযম
১লা রজব, ১৪১৯
২৩ অক্টোবর, ১৯৯৮

www.amarboi.org

সূচিপত্র

- ভূমিকা ৭
- সাড়া পাওয়া গেল ৮
- ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা ৯
- তাওহীদী জনতার সাড়া ৯
- এ ঐক্য পূর্ণতা পেলনা ১০
- বৃহত্তর ঐক্যের নতুন উদ্যোগ ১১
- শীর্ষ সম্মেলনের বিবরণ ১১
- সভাপতির মন্তব্য ১৩
- ফতওয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী ১৫
- ফতওয়ার জওয়াব ১৫
- জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী ১৬
- ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই ১৮
- ঐক্যমঞ্চের উদাহরণ ১৯
- ইসলামী ঐক্যের দু'দফা কর্মসূচি ২০
- ঐক্য প্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য ২১
- ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ফর্মুলা ২২
- ঐক্যমঞ্চের বিকল্প ঐক্যপদ্ধতি ২২
- ইসলামী ঐক্যের ঐতিহাসিক উদাহরণ ২২
- ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ২৩
- হাটহাজারী ও পটিয়ায় ডেলিগেশন প্রেরণ ২৪
- আমার চিঠির জওয়াব ২৫
- হাটহাজারী ও পটিয়ার মুহতামিমদ্বয়ের প্রেরিত চিঠির ফটোকপি ২৭
- তাঁদের চিঠির জওয়াব ২৮
- আমার চিঠির পর ৩০
- আরও কয়েকজনকে চিঠি ৩০
- ইসলামী ঐক্যের জন্য বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেবের প্রচেষ্টা ৩১
- ঝালকাঠির কায়েদ সাহেব ও ফুরফুরা শরীফের ঢাকাস্থ কেন্দ্র দারুস সালামের মুফতী সাঈদ আহমদের প্রচেষ্টা ৩৪
- এক বেঠকে আমার যোগদান ৩৫
- ড. মুস্তাফিজের চিঠি ৩৬
- ড. মুস্তাফিজের চিঠির ফটোকপি ৩৭
- ড. মুস্তাফিজের চিঠির জওয়াব ৩৮
- কতিপয় ইস্যুর উপর দস্তখত সংগ্রহ অভিযান ৪০
- দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবর্গের আবেদন ৪০
- ওলামা সম্মেলনে আমার আহ্বান ৪২
- জামায়াতে ইসলামীর আকীদা ৪২
- আপনাদের নিকট তিনটি বিশেষ আবেদন ৪৩
- ইসলামী ঐক্য ৪৪

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

১৯৭১-এর ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮ সালের ১০ জুলাই পর্যন্ত প্রায় পৌনে ৭ বছর আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আমাকে বিদেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়। দেশে আসার সরকারী অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে ১৯৭৮-এর ১১ই জুলাই আমার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে আসার পরপরই দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করি। পরবর্তী সংস্করণ থেকে বইটি 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

বইটিতে ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে সকল ধরনের দ্বীনী খেদমতকে স্বীকৃতি দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মক্তব, আলিয়া মাদ্রাসা, কাওমী মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়ায, ইসলামী বই, তাবলীগ ইত্যাদি দ্বারা দ্বীনের কী কী খেদমত হচ্ছে এর বিবরণ দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ সবই দ্বীনের মূল্যবান খেদমত। সাধারণতঃ যারা যে ধরনের খেদমতে মশগুল আছেন তারা সে কাজের গুরুত্ব যতটা অনুভব করেন এতটা অন্যান্য খেদমতের ব্যাপারে উপলব্ধি করেন না। অথচ সবার খেদমতের মূল্য সবাই উপলব্ধি না করলে দ্বীনের খাদেমদের মধ্যেও মহব্বত এবং ঐক্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে না।

এরপর ঐ বইটিতে সকল দ্বীনী খেদমতের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটা প্লাটফরম বা সাংগঠনিক মঞ্চ গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামের পক্ষে প্রয়োজন মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। দেশে ইসলামের শক্তিগুলো বিচ্ছিন্ন থাকায় সরকার ও জনগণের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় না।

নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একটা ঐক্যমঞ্চ থেকে বিভিন্ন ইসলামী ইস্যুতে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করা হলে এবং ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে সকল মহলকে সতর্ক করা হলে সরকার, জনগণ ও ইসলাম বিরোধীদের নিকট এর গুরুত্ব অনুভূত হবে। এ আশায়ই একটি ব্যাপক-ভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ গঠনের উদ্দেশ্যে বাস্তবমুখী প্রস্তাব পেশ করা হয়।

www.amarboi.org

সাড়া পাওয়া গেল

বইটি নেতৃস্থানীয় দ্বীনী ব্যক্তিদের খেদমতে পেশ করার পর প্রথম যাঁরা সাড়া দিলেন তাঁরা হলেন ঃ

১. চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম।

২. বাইতুশ শরফের পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল জব্বার।

৩. ঢাকার প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম (রাহিমাহুল্লাহ)।

৪. জনপ্রিয় ওয়ায়েয ও মুফাসসির মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

৫. বিখ্যাত ওয়ায়েয ও মুফাসসির মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী।

তাঁদের প্রচেষ্টায় একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। প্রায় তিন বছর যথাসম্ভব যোগাযোগের পর ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকাস্থ টিএন্ডটি কলোনী মসজিদে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ইত্তেহাদুল উম্মাহ নামে ঐক্য-সংগঠন কায়েম হয়। এ ঐক্যমঞ্চটি গঠন প্রক্রিয়া উপলক্ষে মাঝে মাঝে যখন কমিটির বৈঠক বসতো তখন তাদেরই আগ্রহে বৈঠকে আমি হাযির হতাম। আমি কমিটির সদস্যও ছিলাম না এবং প্রতিষ্ঠা সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলাম না। এ জাতীয় একটা মঞ্চ গঠনের প্রস্তাবক হিসেবে যখন যতটুকু সহযোগিতা সম্ভব তা আমি করা কর্তব্য মনে করেছি।

www.amarboi.org

ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা

১৯৮১ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার টিএন্ডটি কলোনী মসজিদে প্রায় ৩০০ নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সম্মেলনে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালের ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ঐ মসজিদেই ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উভয় সম্মেলনে দেশের অনেক খ্যাতনামা ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদ ঐক্যের পক্ষে আবেগময় ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ঐসব বক্তব্য মুদ্রিত আকারে সংরক্ষিত হয়ে আছে।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাজলিসে সাদারাতের তালিকায় এমন প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের নাম ছিল যার ফলে দ্বীনী মহলে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে শামিল না হওয়ায় ঐক্যমঞ্চটি পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

ঐক্যমঞ্চে যাতে নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যেই সভাপতি, সেক্রেটারী ইত্যাদি পদ সৃষ্টির বদলে যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে মাজলিসে সাদারাত ও সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হয়। মাজলিসে সাদারাতের (সভাপতি মণ্ডলী) সদস্যগণের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি অবলম্বন করা হয়। তবে প্রয়োজন হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করার জন্য এক বছরের জন্য একজনকে মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দু'বছর চরমোনাইর পীর সাহেবের উপরই এ দায়িত্ব ছিল।

তাওহীদী জনতার সাড়া

১৯৮১ সালে ইত্তেহাদুল উম্মাহ গঠিত হবার পর ইসলামী জনতার মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা যায়। ইসলামী ঐক্য মুসলিম সমাজের অত্যন্ত জনপ্রিয় দাবী। নেতাদেরকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে পেলে তাদের আবেগ উপচে পড়তে চায়। ঐক্যের অভাব দেখলে জনগণ নেতৃবৃন্দকেই এর জন্য দায়ী মনে করে।

www.amarboi.org

ইত্তেহাদুল উম্মাহ গঠিত হবার পর জেলায় জেলায় এ নামে সম্মেলন অনুষ্ঠানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মেলন তহবিলে সবাই অর্থ সাহায্য করায় প্রায় প্রতিটি জেলা সম্মেলনেই অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে গেল। কেন্দ্রেও প্রতি বছর জাঁকজমকের সাথে কয়েক বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও থানায় পর্যন্ত এর শাখা গঠন করা শুরু হয়ে যায়।

এ ঐক্য পূর্ণতা পেল না

ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাজলিসে সাদারাতের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এ ঐক্যে শামিল না হওয়ায় সার্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলো না। ইত্তেহাদুল উম্মাহকে শুরুতেই একটি অরাজনৈতিক প্লাটফরম ঘোষণা করা হয়েছিল যাতে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রাথমিক অবস্থায়ই ঐক্যে কোন সংকট সৃষ্টি না হয়। কারণ, ইসলামী শক্তির মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টির পূর্বে রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে ঐক্য প্রক্রিয়া ব্যাহত হবার আশঙ্কা ছিল। অপরদিকে ১৯৮৪ সালে মরহুম হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে কতক ইসলামী দলের একটি রাজনৈতিক ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়। অবশ্য এ মঞ্চ এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি।

যাহোক সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন সফল হলো না।

www.amarboi.org

বৃহত্তর ঐক্যের নতুন উদ্যোগ

১৯৮৯ সালে সকল ইসলামী দলের শীর্ষ নেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মহান উদ্দেশ্যে মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম প্রচেষ্টা চালান। শাইখুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকের উপর আহ্বায়কের দায়িত্ব অর্পণ করে তারা তিনজন অবিরাম মেহনত করে ঐ বছরই ১৪ই আগস্ট ৮টি দলের শীর্ষ নেতাদেরকে পুরানা পল্টনের দেওয়ান মঞ্জিলে এক সম্মেলনে সমবেত করতে সক্ষম হন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১. খেলাফত মজলিস- শাইখুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা আবদুল গাফফার ও অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক।
২. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন- চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম।
৩. নেযামে ইসলামী পার্টি- মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী।
৪. জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম- মাওলানা মুহীউদ্দীন খান ও মাওলানা মুফতি ফজলুর রহমান।
৫. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন- ব্যারিস্টার কুরবান আলী।
৬. তমদ্দুন মজলিস- অধ্যাপক আবদুল গফুর।
৭. শর্ষিনার পীর সাহেবের প্রতিনিধি- মাওলানা রূহুল আমীন খান।
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ- অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

শীর্ষ সম্মেলনের বিবরণ

শাইখুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। প্রথমেই তিনি সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার সুচিন্তিত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। চরমোনাইর পীর সাহেব সভাপতিকে প্রশ্ন করেন ঃ 'হুজুর! আপনি তো ঐক্যের ডাক দিলেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা

www.amarboi.org

মওদূদীর বিরুদ্ধে যেসব ফতোয়া আছে তা ঐক্যের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করবে কিনা? আপনার নিজের লেখার মধ্যেও ফতোয়ার সমর্থন আছে। এ অবস্থায় ঐক্য কেমন করে সম্ভব হবে?'

এ প্রশ্নটি সম্মেলনে যে সমস্যা সৃষ্টি করল তার সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ঐক্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমি যে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলাম এর সার কথা নিম্নরূপ ঃ

"আমার মতো আধুনিক শিক্ষিতদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হলে ওলামায়ে কেরামের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত কোন উপায় নেই। আব্বা ও দাদা আলেম ছিলেন বলে ছোট সময় থেকেই ধার্মিক পরিবেশে গড়ে ওঠার সুযোগ পাই এবং বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে জানার কৌতূহল সৃষ্টি হয়। স্কুল জীবনেই মাসিক নেয়ামত পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র.) ওয়াযের অনুবাদ আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তার বইগুলো সংগ্রহ করে পড়ার পর আমার ধারণা হয় যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। এম এ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লা কাটাবার ফলে আমার মধ্যে এ মিশনারী জযবা সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম ধর্মের খেদমতে গোটা জীবনই উৎসর্গ করা উচিত। ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞান চর্চার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম শুধু ধর্ম নয়। ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল দিক ও বিভাগের জন্যই সবচেয়ে উপযোগী। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলাম যে, ইসলাম এমন এক বিপ্লবী জীবন বিধান যাকে মানব রচিত যাবতীয় বিধানের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (স.)কে পাঠানো হয়েছে এবং রাসূল (স.) এর অনুকরণে ইসলামী আন্দোলন করা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ সময় মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান থেকে উর্দুতে প্রকাশিত ফতওয়ার অনেক পুস্তিকা আমার কাছে পৌঁছে। তাবলীগ জামায়াতেই আমার উর্দু শেখার সূচনা হয়। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা মওদূদীর তাফসীর, 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নের প্রয়োজনে উর্দু ভাষা ভালভাবে শিখতে বাধ্য হই। কতক নামকরা আলেমের নামে প্রচারিত ফতওয়া পড়ে প্রথমে বেশ বিব্রত বোধ করি। তাফহীমুল কুরআন আমাকে এতটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় যে, আমি ঐসব ফতওয়ার বক্তব্য যাচাই না করে গ্রহণ করা সঠিক মনে করিনি। তাই যেসব বই-এর কথিত উদ্ধৃতির ভিত্তিতে ফতওয়া

www.amarboi.org

দেওয়া হয়েছে মাওলানা মওদূদীর ঐসব বই যোগাড় করে ফতওয়ার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করলাম। এ প্রচেষ্টা আমাকে ব্যাপক পড়াশুনার সুযোগ করে দিল।

বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে জানার ও বুঝার জন্য মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিতদের সামনে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত এ সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে দাওয়াতে দ্বীনের কাজে এগিয়ে এসেছে এবং অকাতরে জীবন দিচ্ছে।

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের এ বিরাট অবদান সত্ত্বেও তাঁর রচনায় ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তিনি রাসূল ছাড়া আর কাউকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে না করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তাই কী করে আমরা তাকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করতে পারি? ১৯৮১ সালে আমার লিখিত ইকামাতে দ্বীন বইটিতে ওলামা ও মাশায়েখগণের খেদমতে আবেদন জানিয়েছি যে, সংশোধনের নিয়তে কুরআন হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর রচনায় যেসব ভুল পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করে দিলে আমরা তাদের এ খেদমতে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে শামিল আছি বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এর খেলাফ কোন কথা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নই।"

সভাপতির মন্তব্য

আমার এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে শাইখুল হাদিস সাহেব বলেন ঃ 'অধ্যাপক সাহেব বরং আমাদের কোর্টে ফেলে দিলেন। এখন এটা আমাদের দায়িত্ব। আমি অধ্যাপক সাহেবকে দীর্ঘকাল থেকে জানি এবং সদর সাহেব হুযুরের (মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)) সাথে তার সম্পর্কের কারণে আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি মাওলানা মওদূদীর রচনায় ভুল চিহ্নিত করে দেই তাহলে তিনি জামায়াতের মধ্যে তা কাজে লাগাতে পারবেন। সুতরাং এসব বিষয় আর আলোচনা না করে আসুন ঐক্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলি'।

সভাপতি সাহেব এ কথা বলার পর ঐক্যের পক্ষে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঐক্যের প্রক্রিয়া চালু রাখার উদ্দেশ্যে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি

www.amarboi.org

রাবেতা কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু সদস্যদের প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবে ঐক্যের কোন বাস্তব রূপরেখা সামনে আসেনি। ১৯৯০ সালের ১ মে ঈদুল ফিতরের দিন সন্ধ্যায় ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলীর বাসায় শাইখুল হাদিস, চরমোনাইর পীর সাহেব, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, অধ্যক্ষ মাসউদ খান এবং আমার একসাথে মিলিত হবার সুযোগে ইসলামী ঐক্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, রাবেতা কমিটি ১০ জনের বদলে ৫ জন হোক যাতে যোগাযোগ সহজ হয়।

এ পাঁচজন হলেন ঃ

১. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান
২. ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী।
৩. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।
৪. জনাব ডাঃ মুখতার আহমদ (পীর সাহেবের প্রতিনিধি)।
৫. অধ্যক্ষ মাসউদ খান।

কিন্তু এর পর এ বিষয়ে আর কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি।

www.amarboi.org

ফতওয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী

আমি মাওলানা মওদূদীর সাথে তাঁর লেখার বিরুদ্ধে ফতওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ

"নবী ছাড়া সবারই ভুল হতে পারে। যারা আমার ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাকে চিঠি লিখেছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাদের সাথে আমি লেখার আদান-প্রদান করি। কোথাও তাঁদের যুক্তি কবুল করে আমার লেখা সংশোধন করি। আবার কখনো আমার যুক্তি গ্রহণ করে আমার লেখা সঠিক বলে তারা মেনে নেন।"

এমন যাদের সাথে তিনি লেখার আদান-প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে দুজনের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন- মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র.) এবং মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (র.)।

ফতওয়া সম্পর্কে তিনি বললেন ঃ "আমি জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য আমাকে না লিখে যারা ফতওয়া দেন, আমি তাদের কথার কোন জওয়াব দেই না। আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এ জাতীয় ফতওয়া দ্বারা কিছু লোক বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া দ্বীনের কোন উপকার হয় না।"

ফতওয়ার জওয়াব

পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রখ্যাত মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফের লেখা "মাওলানা মওদূদী পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" (মাওলানা মওদূদীর সমালোচনার ইলমভিত্তিক পর্যালোচনা) নামক দু'খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি পড়ে অনুভব করলাম যে ইলমী বিষয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আরও বুঝতে পারলাম যে ফতওয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। ফতওয়া আমাদেরকে সাবধান করে যেন আমরা মাওলানা মওদূদীর কোন কথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যাচাই না করে অন্ধভাবে কবুল না করি।

www.amarboi.org

জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী (র.)

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা উচিত কিনা তা যোগদানকারীর বিবেচনার বিষয়। এ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)। তিনি দুনিয়ায় এখন না থাকলেও যেহেতু তার সম্পর্কে নানা কথা প্রচারিত আছে, সেহেতু বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সাথে মাওলানা মরহুমের কি সম্পর্ক সে বিষয়ে কিছু জরুরী কথা পেশ করছি ঃ

এক ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) আজীবন এ কথার উপর জোর দিয়ে গেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (স.) ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে মানা উচিত নয়। একমাত্র রাসূলই ওহী দ্বারা পরিচালিত হবার কারণে নির্ভুল। অন্য কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

সুতরাং মওলানা মওদূদীর কোন কথাকেই রাসূলের কষ্টি পাথরে যাচাই না করে আমি মানতে রাজী নই। কুরআন ও সুন্নার বিচারে তার মতামত যতটুকু গ্রহণযোগ্য মনে হয় আমি ততটুকুই গ্রহণ করি। এটাই জামায়াতে ইসলামীর নীতি।

১৯৪১ সালে যখন তিনি জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন তখনই তিনি নিম্নরূপ ঘোষণা দেন ঃ

"পরিশেষে একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই। 'ফিকাহ' ও ইলমে কালামের বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি তরিকা আছে। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান গবেষণার ভিত্তিতে আমি এটি নির্ণয় করেছি। গত আট বছর যারা 'তারজমানুল কুরআন' পাঠ করেছেন তারা এ কথা ভালভাবেই জানেন। বর্তমানে এই জামায়াতের আমীরের পদে আমাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাজেই এ কথা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হচ্ছে যে, ফিকাহ ও কালামের বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি যা কিছু লিখেছি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু লিখব অথবা বলবো তা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের ফায়সালা হিসেবে গণ্য হবে না বরং হবে আমার ব্যক্তিগত মত। এসব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায়কে জামায়াতের অন্যান্য আলেম ও গবেষকদের উপর চাপিয়ে দিতে আমি চাই না এবং আমি এও চাই না যে, জামায়াতের পক্ষ থেকে আমার উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করা

www.amarboi.org

হবে যার ফলে ইলমের ক্ষেত্রে, আমার গবেষণা করার এবং মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হবে। জামায়াতের সদস্যদেরকে (আরকান) আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছি যে, ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত আমার কথাকে আপনারা কেউ অন্যের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশ করবেন না। অনুরূপভাবে আমার ব্যক্তিগত কার্যাবলীকেও- যেগুলোকে আমি নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জায়েয মনে করেছি- অন্য কেউ যেন প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ না করেন এবং নিছক আমি করেছি এবং করেছি বলেই যেন বিনা অনুসন্ধানে তার অনুসারী না হন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। যারা দ্বীনের ইলম রাখেন, তারা নিজেদের গবেষণা অনুসন্ধান মুতাবিক, আর যারা ইলম রাখেন না, তারা যার ইলমের উপর আস্থা রাখেন, তার গবেষণা অনুসন্ধান মুতাবিক কাজ করে যান। উপরন্তু এ ব্যাপারে আমার বিপরীত মত পোষণ করার এবং নিজেদের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে। আমরা প্রতেকেই ছোটখাট এবং খুটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মতের অধিকারী হয়ে পরস্পরের মুকাবিলায় যুক্তি প্রমাণ পেশ করে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েও একই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারি।"

জামায়াতে ইসলামী আহলি সুন্নাত ওয়া আল জামায়াতের আকিদায় বিশ্বাসী। আহলি সুন্নাত ওয়া আল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত সকলেরই আকাঈদের ইমাম আগে থেকেই আছে। আর ফিকাহর ময়দানেও ৪ জন ইমাম রয়েছেন। জামায়াত কখনো মাওলানা মওদূদীর উপরিউক্ত নসীহত অমান্য করেনি। মাওলানা জীবিত কালে জামায়াতকে তার জন্ম দিবস পালন করার অনুমতি দেননি। তার ইন্তিকালের পর জামায়াত কখনো তার জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করেনি। তিনি ব্যক্তি পূজার চরম বিরোধী ছিলেন।

www.amarboi.org

ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই

১৯৯২-এর মার্চ থেকে ৯৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ১৬ মাস জেলে থাকা কালে ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব আরও বেশী উপলব্ধি করেছি। সকল দ্বীনী মহলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এ আশা নিয়ে একটা ঐক্য প্রস্তাব রচনা করেছিলাম। সকলের বিবেচনার জন্য এখানে তা পেশ করা হলো ঃ

আল্লাহর রহমতে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীসহ সকল বাতিল শক্তি একজোট হয়ে 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' নিষিদ্ধ করার দাবী এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ দেশে ইসলাম বিজয়ী হবার আতংক তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের এ আশংকা অমূলক নয়। জনগণের নিকট ভোট ভিক্ষা করার সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও বিসমিল্লাহর আশ্রয় নিতে তারা নিজেরাই বাধ্য মনে করে। কিন্তু ইসলামের কোন ধার তারা ধারে না। এ অবস্থায় জনগণের সামনে ইসলামী হুকুমতের আওয়াজ জোরদার হলে ময়দান তাদের হাতছাড়া হবার আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নামে ও শ্লোগানে ইসলামী শাসন কায়েমের যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্য যে আসলে একই, সে কথা বাতিলপন্থীদের অজানা নয়। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন, ইসলামী খিলাফত, ইসলামী শাসনতন্ত্র ইত্যাদির মর্মকথা যে একই তা উপলব্ধি করেই শতমুখে তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা ও মৌলবাদের নামে সবরকম ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করার পাঁয়তারা করছে।

সুখের বিষয় যে, সকল ইসলামী সংগঠনই এসব ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য আবদারের তীব্র প্রতিবাদ বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করে চলেছে। কিন্তু এসব প্রতিবাদ পৃথক পৃথকভাবে হওয়ায় বাতিলের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগছে না। বাতিল শক্তি জাতীয় সংসদেও একই কণ্ঠে তাদের দাবী জানিয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামী শক্তি যদি একই মঞ্চ থেকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে সম্মত হয় তবেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগবে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে বাইতুল মুকাররম চত্বরে জাতীয় মসজিদের খতীবের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব একই মঞ্চ থেকে কথা বলায় যে বিপুল সাড়া পড়েছিল, তা এককভাবে কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। মাত্র দুদিনের নোটিশে এভাবে লাখো লোকের

www.amarboi.org

সমাবেশ অনেককেই বিস্মিত করেছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এক মঞ্চে প্রধান প্রধান ইসলামী ব্যক্তিত্ব যদি সমবেত হন তাহলে গোটা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

ঐক্যমঞ্চের উদাহরণ

ভারতের মযলুম মুসলিমগণ ইন্দিরা গান্ধীর দাপটের সময়ও সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ 'মজলিসে মুশাওয়ারাতে' নামে একমঞ্চে সমবেত হওয়ায় তাদের তিন দফা দাবী আদায় করা সম্ভব হয়েছে। সে দাবীগুলো হচ্ছে ঃ

১. মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

২. উর্দু ভাষাকে শাসনতন্ত্রে দেয়া মর্যাদায় বহাল রাখতে হবে।

৩. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া চলবে না।

১৯৫১ সালে সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবার কারণে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রস্তাব স্থায়ী মর্যাদায় বহাল রয়েছে। এমনকি ১৯৭৩ সালে মি. ভুট্টোর আমলে প্রণীত শাসনতন্ত্রেও আদর্শ প্রস্তাব ও ২২ দফাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি।

এসব উদাহরণ একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী সংগঠন ও নেতৃস্থানীয় উলামাদের সমবেত সিদ্ধান্তকে শাসকগণ অবহেলা করতে সাহস পায় না। বাংলাদেশের ইসলামী শক্তি যদি একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয় সব ইস্যুতে ঐকমত্য প্রকাশ করে তাহলে জনগণ নিশ্চিতভাবে তা সমর্থন করবে এবং কোন সরকারের পক্ষেই এ জনমতকে অবহেলা করা সম্ভব হবে না। তখন ইসলাম বিরোধী ও অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা ইসলামের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস আর করবে না।

এ উদ্দেশ্যে গঠিত কোন মঞ্চে যারা শামিল হবেন তাদের নিজস্ব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যথারীতি চালু রেখেই শুধু একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী তারা এক মঞ্চ থেকে আওয়াজ তুলবেন। এ কর্মসূচি 'আল আমরু বিল মা'রূফ ও আন-নাহী আনিল মুনকার'-এর ভিত্তিতেই রচিত হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এ

www.amarboi.org

কাজের মাধ্যমেই মুসলিম জাতিকে 'খাইরা উম্মাত' হবার মর্যাদা লাভ করার দাওয়াত দিয়েছেন।

এর ভিত্তিতে দু'দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এ দুটো দফার সহজবোধ্য নামও দেয়া যেতে পারে। এ দফা দুটোকে এভাবে পেশ করা যায় ঃ

ইসলামী ঐক্যের দু'দফা কর্মসূচি

১. ইসলামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন ঃ

যেহেতু ইসলাম কতক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ ধর্ম মাত্র নয়, বরং একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান, সেহেতু বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত বা সিদ্ধান্ত সরকার ও জনগণের সামনে পেশ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে এমন সব মতামত প্রকাশ করা হয় যা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আলেম সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ইসলামী সমাধান কী তাও বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামের পক্ষ থেকে সঠিক ভূমিকা পালন করার কোন সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন না থাকার ফলে ইসলাম সম্পর্কে যে যা খুশী মত প্রকাশ করে চলেছে। যাদের ইসলামের সাথে কোন সম্পর্কই নেই তারাও ইসলামের অথরিটি সাজার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলামকে এ ইয়াতীম দশা থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন সংস্থার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট মতামত জাতির সামনে আসা অতীব প্রয়োজন।

যদি ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের ব্যাপকভিত্তিক কোন ঐক্যমঞ্চ থেকে কোন বিষয়ে ইসলামের রায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে সরকারসহ সকল মহল ভিন্ন মত প্রকাশ করতে সাহস পাবে না এবং কোন মহল দায়িত্বহীন বক্তব্য দেবারও হিম্মত করবে না।

বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব যেসব মতামত প্রকাশ করছেন, তাতে ঐ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি বলে সবাই যাতে মেনে নিতে পারে এমন একটি সম্মিলিত মঞ্চের পক্ষ থেকে মতামত আসা আবশ্যক। যদি ইসলামী শক্তির উল্লেখযোগ্য সকল মহল ঐ ঐক্যে শামিল না হয় এবং কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে যদি

www.amarboi.org

ঐক্যমঞ্চটি মুসলিম মিল্লাতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা না পায় তাহলে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

২. ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রতিরোধ ঃ

বর্তমানে ইসলাম বিরোধী সকল মহল এক বিস্ময়কর ঐক্য শক্তি সৃষ্টি করেছে। এ অশুভ ঐক্যের ছত্রছায়ায় তারা দাপটের সাথে ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করছে। তারা রাজনৈতিক ময়দান থেকে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে চলেছে। এ দেশের সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়দানে সক্রিয় রয়েছে। ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী জাতীয় সংসদে সরকারী দলের উপনেতাও উত্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি (১৯৯২)।

এদেরকে প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত মঞ্চ থেকে যথাসময়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হতে পারে না। প্রয়োজন হলে বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা যেতে পারে। এ জাতীয় মঞ্চ থেকে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করা হলে ইসলাম বিরোধী শক্তি দুর্বল হতে বাধ্য হবে। ইসলামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন ও ইসলাম বিরোধী তৎপরতার প্রতিরোধ এমন দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার জন্য ইসলামী ঐক্য অপরিহার্য। এ দেশের বিরাট ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ইসলাম আজ অন্যায় আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো ইসলামী ঐক্য।

ঐক্য প্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য

সকল ইসলামী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে পূর্বোক্ত দু'দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠলে সবার মধ্যেই ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে। এ ঐক্যমঞ্চের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত ও আল্লাহর আইন ও ইসলামী নেযাম (সমাজ ব্যবস্থা) কায়েমের জন্য আন্দোলন করা ও সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি সকল ওলামা ও মাশায়েখকে সচেতন ও সক্রিয় করা সহজ হবে। যারা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের খেদমত করে যাচ্ছেন তারা ঐক্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ পথে এগিয়ে আসতে পারেন। ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদদের শাস্তি ও ব্লাসফেমী আইন প্রণয়নের দাবীতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে সর্বস্তরের আলেম সমাজে ফরিযায়ে ইকামাতে দ্বীনের জযবা সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

www.amarboi.org

১৯৪১ সালে ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। ১৯৫৩ সালে ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে নেযামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। ৮০-এর দশকে আরও কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব কয়টিতে অনেক ওলামায়ে কেরাম সক্রিয় রয়েছেন বটে কিন্তু অধিকাংশ আলেম এখনও সংগঠনের বাইরেই রয়েছেন। এটা অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় যে, বিলম্বে হলেও ফরযীয়ায়ে ইকামাতে দ্বীনের চেতনা আলেম সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চেতনার ফলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। আল্লাহপাক এ আশা পূরণ করুন। আমীন।

ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ফর্মুলা

বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন, প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে কোন ঐক্যমঞ্চ গঠন করতে হলে এর স্থায়িত্ব ও সঠিক পরিচালনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই কয়েকটি মূলনীতি মেনে নেয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি ঃ

১. সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের উপর ঐক্যমঞ্চের নেতৃত্ব যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে। কোন একজনের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হবে না।
২. ঐক্যমঞ্চে শরীক সংগঠন সমূহ নিজ নিজ সংগঠনের কার্যক্রম যথারীতি চালু রাখতে পারবে।
৩. ঐক্যমঞ্চের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হবে।

ঐক্যমঞ্চের বিকল্প ঐক্য পদ্ধতি

সকল ইসলামী শক্তির একটি ঐক্যমঞ্চ গঠনের প্রচেষ্টা সফল না হওয়া পর্যন্ত একই ধরণের কর্মসূচি যুগপৎভাবে পালনের মাধ্যমে ঐক্যকামী জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ইসলামী সংগঠনগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা না করে যুগপৎ কর্মসূচি চালিয়ে যেতে সক্ষম হলে ক্রমেই ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকবে।

ইসলামী ঐক্যের ঐতিহাসিক উদাহরণ

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে 'আদর্শ প্রস্তাব' গৃহীত হবার পর পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনার গণদাবী

www.amarboi.org

জোরদার হয়। এর জওয়াবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ওলামাদের মতভেদের দোহাই দিয়ে এ দাবীকে পাশ কাটাবার অপচেষ্টা চালান।

১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নাদভীর সভাপতিত্বে সব মহলের ৩১ জন ওলামা সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

সম্মেলনে যে ৩১ জন আলেম যোগদান করেন তাদের মধ্যে ৪ জন শিয়া আলেমও ছিলেন। এতে হানাফী ও আহলে হাদীসের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে মাওলানা আতাহার আলী (র.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) ও মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.) (শর্ষিণা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলেম সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বাংলাদেশে যাতে কোন মহল ইসলামী হুকুমত সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সেদিকে সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে করাচী ওলামা সম্মেলন ইসলামী ঐক্যের যে আদর্শ স্থাপন করেছে তা এ পথের পাথেয়। মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইসলামের স্বার্থে একমঞ্চে সমবেত হওয়ার এ নযীর ঐক্যের পথে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে।

ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে

জামায়াতে ইসলামীর 'ওলামা ও মাশায়েখ বিভাগের' পক্ষ থেকে কয়েকজন আলেম ঐক্যের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন জেলায় সফর করছেন। দ্বীনের স্বার্থে এ ঐক্য অত্যাবশ্যক বলেই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য মনে করে জামায়াতের পক্ষ থেকে ওলামা প্রতিনিধিগণ ওলামা ও মাশায়েখগণের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আমরা এ যোগাযোগ অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ।

জামায়াত ঐক্যের জন্য সকল অবস্থায়ই প্রস্তুত। এ বিষয়ে জামায়াত অত্যন্ত আগ্রহী ও উদগ্রীব। যে কোন মহল থেকে ঐক্যের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে জামায়াত তাতে সাড়া দেয়া কর্তব্য মনে করবে। আমরা সকল দ্বীনি মহলের প্রতি ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টায় সক্রিয় হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই। আল্লাহ পাক এ প্রচেষ্টা কামিয়াব করুন এবং সকল ইসলামী শক্তিকে একটি ঐক্যমঞ্চে সমবেত হবার তাওফিক দান করুন, আমীন।

www.amarboi.org

হাটহাজারী ও পটিয়ায় ডেলিগেশন প্রেরণ

১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে জামায়াতে ইসলামীর 'ওলামা ও মাশায়েখ কমিটির পক্ষ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান (প্রাক্তন এমপি) এবং এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম (সুপ্রিম কোর্ট) চট্টগ্রামের কয়েকজন আলেমসহ হাটহাজারী ও পটিয়ার বিখ্যাত দুটো মাদ্রাসার মুহতারাম মুহতামিমদ্বয়ের সাথে সাক্ষাত করে আমার লেখা দুটো চিঠি হস্তান্তর করেন। ঐ চিঠির নকল এখানে পেশ করা হলো ঃ

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

দেশের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের আপনি প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এর সাথে সাথে আপনি আরও বিভিন্ন ইসলামী পুনর্জাগরণের বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছেন। এজন্য জানাই মুবারকবাদ।

বর্তমানে দেশে ও বিদেশে মুসলিম জনগণের সহিত ইসলাম বিরোধী ইহুদী নাসারাদের দুশমনী সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন।

আমাদের এই দেশে আমরা মনে করি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে, ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ, পীর-মাশায়েখ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

আমরা ঐক্যের জন্য সব সময় চেষ্টা করে আসছি। আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি কার্যকর পন্থা বের করতে পারি। এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করে আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার খেদমতে এ চিঠি প্রেরণ করলাম।

www.amarboi.org

আমার চিঠির জওয়াব

আমার চিঠি দু'জনের নিকট একই ধরনের হলেও দু'জনকে আলাদা আলাদা ভাবে পেশ করা হয়। তারা দু'জন একই কাগজে আমার চিঠির জওয়াব দেন। সম্মানিত মুহতামিমদ্বয়ের জওয়াবের কপি এখানে পরিবেশন করা হলো ঃ

বরাবর
মোহতারাম জনাব গোলাম আযম সাহেব
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
স্মারক নং মৌ/হা-প/৩১৩ তাং- ১৯/১২/৯৫ ইং

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয় ঃ দ্বীনী স্বার্থে ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

সূত্র ঃ আপনার প্রেরিত পত্র স্মারক নং..... তাং ২৪-১১-৯৫ ইং

জনাব,

আপনার উপরিউক্ত তারিখের স্মারক নং সম্বলিত পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রে আপনি দেশ ও সমাজের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলাম পন্থীদের ঐক্যের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন তজ্জন্য আপনাকে জানাই ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

ঐক্যের প্রশ্নে পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়ের পূর্বে ঐক্যের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ অপরিহার্য। আপনার পত্রের মর্মানুসারে দেশ ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ এবং একটি সত্যিকারের ইসলামী সরকার গঠন করাকেই ঐক্যের মূল লক্ষ্য বলা যায়। আপনি এ বিষয়ে অবশ্যই ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, সত্যিকারের ইসলাম বলতে সেই দ্বীনকে বুঝায় যা অবলম্বনে ও প্রতিষ্ঠায় আমরা ফেরকায়ে নাজিয়া (নাজাত প্রাপ্ত দল) এর অন্তর্ভুক্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। ফেরকায়ে নাজিয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِىْ

www.amarboi.org

النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ "-

অর্থ ঃ ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফেরকা ছাড়া সকলেই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, তা (ফেরকায়ে নাজিয়া) কোন দলটি? উত্তরে হুযুর বললেন ঃ সেই ফেরকা যে আমার ও আমার ছাহাবীদের মতাদর্শের অনুসারী হবে। (তিরমিযী)

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স.) এবং তাঁর সকল ছাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ হিসাবে যারা গ্রহণ করবে তারাই ফেরকায়ে নাজিয়া। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের বুনিয়াদী আকীদাগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল নবী-রাসূল মাসুম (নিষ্পাপ) এবং সকল ছাহাবায়ে কেরাম আদেল ও মুসলিম উম্মার আদর্শ। এটাকে সংক্ষেপে ইসমাতে আম্বিয়া ও আদালতে ছাহাবা বলা যায়।

অতএব যদি আপনারা দেশে প্রকৃত ও সঠিক দ্বীন কায়েমের স্বার্থে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে একমত আছেন বলে লিখিতভাবে জানান অর্থাৎ ঃ

১. ইসমাতে আম্বিয়া;
২. আদালতে ছাহাবা;
৩. ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করা এবং পাশ্চাত্য কর্মপন্থা বর্জন করা এবং
৪. জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে মাওলানা মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারাকে জড়িত করা হবে না বলে ঘোষণা দেয়া।

তবে আমরা দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে আপনাদের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক অনুধাবন ও হক প্রতিষ্ঠার মানসে নিঃস্বার্থ প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহতামিম
জামেয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

মুহতামিম
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া
চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

হাটহাজারী ও পটিয়ার মুহতামীমদ্বয়ের প্রেরিত চিঠির ফটোকপি

বরাবর
মোহতারাম জনাব গোলাম আযম সাহেব
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

স্মারক নং মেঃ/হাঃ-প/৩১৩ তাং-১৯/১২/৯৮ইং

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

বিষয় ঃ দ্বীনী স্বার্থে ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে।
সূত্র ঃ আপনার প্রেরিত পত্র স্মারক নং ___x___ তাং ২৪-১১-৯৮ইং

জনাব,
আপনার উপরোক্ত তারিখের উপরোক্ত স্মারক নং সম্বলিত পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রে আপনি দেশ ও সমাজের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলাম পন্থীদের ঐক্যের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন তজ্জন্য আপনাকে জানাই ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নরূপ ঃ
ঐক্যের প্রশ্নে পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়ের পূর্বে ঐক্যের লক্ষ্য বস্তু নির্ধারণ অপরিহার্য। আপনার পত্রের বর্ণনানুসারে দেশ ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ এবং একটি সত্যিকারের ইসলামী সরকার গঠন করাকেই ঐক্যের মূল লক্ষ্য বলা যায়। আপনি এ বিষয়ে অবশ্যই ঐক্যমত পোষণ করবেন যে, সত্যিকারের ইসলাম বলতে সেই দ্বীনকে বুঝায় যা অবলম্বনে ও প্রতিষ্ঠায় আমরা ফেরকায়ে নাজিয়া (নাজাত প্রাপ্ত দল) এর অন্তর্ভুক্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। ফেরকায়ে নাজিয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে নিম্ন বর্ণিত হাদীস শরীফে ঃ

عن عبد الله بن عمرو (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتي على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يارسول الله قال ماانا عليه واصحابي - رواه الترمذي

অর্থ ঃ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফেরকা ছাড়া সকলেই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, তা (ফেরকায়ে নাজিয়া) কোন দলটি? উত্তরে হুযূর বললেন ঃ সেই ফেরকা যে আমার ও আমার সাহাবীদের মতাদর্শের অনুসারী হবে। (তিরমিযী শরীফ)।
এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ হিসাবে যারা গ্রহণ করবে তারাই ফেরকায়ে নাজিয়া। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বুনিয়াদী আকীদা গুলোর অন্যতম হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল নবী-রাসূল মাসূম (নিষ্পাপ) এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম আদেল ও মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। এটাকে সংক্ষেপে ইসমাতে আম্বিয়া ও আদালতে সাহাবা বলা যায়।
অতএব, যদি আপনারা দেশে প্রকৃত ও সঠিক দ্বীন কায়েমের স্বার্থে নিম্ন লিখিত চারটি বিষয়ে একমত আছেন বলে লিখিত ভাবে ঘোষণা-অঙ্গীকার ঃ
১। ইসমাতে আম্বিয়া,
২। আদালতে সাহাবা,
৩। ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করা এবং পাশ্চাত্য কর্মপন্থা বর্জন করা এবং
৪। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে মাওলানা মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারাকে জড়িত করা হবেনা বলে ঘোষণা দেয়া
তবে আমরা দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে আপনাদের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত রয়েছি।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক অনুধাবন ও হক প্রতিষ্ঠার ময়দানে নিঃস্বার্থ প্রয়াস ও সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহতামিম
জামেয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মুহতামিম
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া

www.amarboi.org

তাঁদের চিঠির জওয়াব

দু'জন মুহতামিমের চিঠি এক সাথে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করি। কিন্তু ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে 'কেয়ার টেকার সরকার' আন্দোলনে মহাব্যস্ত থাকায় ঐ চিঠির জওয়াব দিতে ২ মাস দেরী হয়ে যাওয়ায় আমি লজ্জিত। আমার জওয়াবের নকল নিম্নরূপ ঃ

মুহতারামদ্বয়,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

আমার বিগত ২৪/১১/৯৫ তারিখের পত্রের উত্তরে আপনাদের নিকট থেকে উপরিউক্ত বিষয়ে উল্লেখিত পত্রখানা ২৭/১২/৯৫ তারিখে আমার হস্তগত হয়। আপনাদের জবাবে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতি আপনারা যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেজন্যে আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আমার ব্যস্ততার দরুন আপনাদের চিঠির জওয়াব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি আপনারা আমার সমস্যা উপলব্ধি করছেন।

আপনাদের পত্রে প্রকৃত ও সঠিক দ্বীন কায়েমের স্বার্থে যে ৪ (চার)টি বিষয়ে আমাদের একমত থাকা সম্পর্কে লিখিতভাবে জানানোর কথা বলেছেন তন্মধ্যে ১ ও ২ নং বিষয় সম্পর্কে আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ অনুরূপ অর্থাৎ আমরা ইসমতে আম্বিয়া ও আদালতে সাহাবায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

শেষোক্ত বিষয় ২টি সম্পর্কেও নীতিগতভাবে আমরা একমত। আমরা ইসলামী পদ্ধতিতেই ইসলামী রাজনীতি করছি। যে সব পাশ্চাত্য কর্মপন্থা ইসলাম সম্মত নয় তা অবশ্যই বর্জনীয়। তবে এ বিষয়ে কেহ আমাদের কোন কর্মপন্থা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর হিসাবে ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা আলোচনা সাপেক্ষে সাদরে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।

চতুর্থ বিষয়ে জানাচ্ছি যে, মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোক্তা বটে, কিন্তু জামায়াতের গঠনতন্ত্র বা কর্মনীতি তাঁর একক চিন্তা প্রসূত নয়। জামায়াতের জন্মলগ্ন থেকেই শূরাঈ পদ্ধতিতে উহার যাবতীয় কর্মতৎপরতা ও নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি অনুসৃত হয়ে

www.amarboi.org

আসছে। ইসলামের মৌল বিষয়ে মরহুম মাওলানার কোন ব্যক্তিগত মত, রায় বা বিশ্লেষণকে জামায়াতের মত, রায় বা বিশ্বাস বা অনুসরণীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হয়নি। মরহুম মাওলানাকে জামায়াত কখনও ফিকহ্ ও আকায়েদের ইমাম হিসেবে গণ্য করেনি। এ বিষয়টি আমি আমার লিখিত পুস্তকাদিতে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছি।

মাওলানা মরহুমের অগণিত সাহিত্য ভাণ্ডার দ্বারা বহু ভাষায় বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ উপকৃত হচ্ছে। আমরা শুধু তাঁর বইকেই যথেষ্ট মনে করি না। ইসলামের অন্যান্য মনীষীর লেখা হাদিস ও কোরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ক এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর লিখিত কিতাবাদী থেকেও ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করি। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে ইসলামের মৌল বিষয়ে জামায়াতের কর্মনীতি হিসাবে জড়িত করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণ পেশ করলে তা অবশ্যই আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

ইসলামের সীমারেখার মধ্যে বহু বিষয়ে ইখতিলাফ বা মত বিরোধের অবকাশ ছিল ও রয়েছে। মুসলমানগণ মৌল বিষয়সহ অগণিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সত্ত্বেও ইখতিলাফী বিষয়গুলো দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হয়ে যুগে যুগে মুসলিম বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক। আমার পত্রে আমি উল্লেখ করেছিলাম "আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১টি কার্যকর পন্থা বের করতে পারি।"

আপনারা আপনাদের পত্রে ৪টি বিষয়ে পূর্ব ঘোষণার প্রস্তাব করেছেন। যে কোন আলোচনায় পূর্ব প্রস্তাব পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ বৃদ্ধি করে। তথাপি আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের লক্ষ্যে এবং দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে নাজাতের উদ্দেশ্যে আমি ও আমার দল আপনাদের উল্লেখিত যৌথ পত্রকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। দেশ ও মিল্লাতের বর্তমান নাজুক অবস্থায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষ্যে গঠনমূলক পরবর্তী কী কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের ইন্তেযারে রইলাম।

আল্লাহপাক আমাদেরকে দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য সফল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমার পত্রের জওয়াব দেবার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে ইতি টানছি।

www.amarboi.org

আমার চিঠির পর

মুহতামিমদ্বয়ের চিঠির জওয়াব দেবার পর কয়েকমাস নির্বাচনী হাঙ্গামায় কাটল। তাদের পক্ষ থেকে আর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পর যোগাযোগ করে জানা গেল যে দু'জনের একজন আরবে আছেন। তিনি ফিরে আসলে পরামর্শ করে জানাবেন। বছর পার হয়ে গেল। কোন খবর না পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আলেম হাটহাজারী যেয়ে মুহতামিম সাহেবের সাথে দেখা করলে তিনি তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

তিনি উৎসাহের সাথে দেওবন্দ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জানালেন যে আমরা শিক্ষার ময়দানে কাজ করছি, আর জামায়াতে ইসলামী ঐ উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করছে। তিনি আমার চিঠির জওয়াব লিখবেন বলে তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন।

আমি এখন পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে জওয়াবের অপেক্ষায় আছি।

আরও কয়েকজনকে চিঠি

১৯৯৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে যাদেরকে চিঠি দিয়েছি তারা হলেন ঃ

১. শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান, মুহতামিম গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসা।
সভাপতি, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত।

২. মাওলানা আব্দুর রাযযাক
মহাসচিব, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত।

৩. মাওলানা ক্বারী আহমদ উল্লাহ আশরাফ
আমীরে শরীয়ত, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

৪. মাওলানা জাফর উল্লাহ খান
মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

৫. মুফতী মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

www.amarboi.org

ঐ চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে সুস্থ আছেন এবং তাঁর দেয়া তাওফীক মোতাবেক দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক আপনার যাবতীয় খেদমত কবুল করুন এবং আরও বেশী খেদমতের তাওফীক দান করুন।

আজ আপনার খেদমতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কিছু কথা পেশ করার উদ্দেশ্যে লিখছি ঃ আপনি নিশ্চয়ই বেদনার সাথে লক্ষ্য করছেন যে, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী সকল শক্তি পরিকল্পিতভাবে দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে যার ফলে ইকামাতে দ্বীনের ময়দান দ্রুত সংকীর্ণ হবার আশঙ্কা রয়েছে।

অথচ দেশে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে যা ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়া সম্ভব বলে আমাদের ধারণা। ইসলামী ঐক্যের জন্য কী করা যায় সে বিষয়ে আপনার চিন্তাভাবনা জানার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

৭ বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে নির্বাসন জীবন কাটাবার পর ১৯৭৮ সালে জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসার পর ইসলামী শক্তি সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকার মাধ্যমে ঐক্যের একটি ফর্মুলা পেশ করি। তখন থেকে এ পর্যন্ত ইসলামী ঐক্যের জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা 'ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত রয়েছে। পুস্তিকা দুটো এ সঙ্গে আপনার খেদমতে পাঠালাম।

১৯৯৫-এর শেষভাগে ও '৯৬-এর প্রথমাংশে ঐক্যের উদ্দেশ্যে হাটহাজারী ও পটিয়ায় মুহতারাম মুহতামিমদ্বয়ের সাথে পত্রের যে আদান-প্রদান হয়েছে এর নকলও এ সঙ্গে দিলাম।

গত ৩১/১০/৯৭ তারিখে খুলনায় দক্ষিণ বঙ্গের ওলামা সম্মেলনে ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল এর নকলও এ সঙ্গে পাঠালাম। ইসলামী শক্তি সমূহের একটা ঐক্যমঞ্চ এ সময়ের তীব্র দাবী বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

এ পর্যন্ত মুফতী আব্দুল কুদ্দুস সাহেব ছাড়া আর কারো কাছ থেকে জওয়াব পাইনি। তাঁর মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে আমার চিঠি পেয়ে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এখনও আমি তাদের নিকট থেকে জবাব পাব বলে আশা করছি। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস তাঁদের ও আমার সাথে যোগাযোগ রাখেন। মুফতী সাহেব তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে ইলমী আলোচনা করেন যাতে বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য দূর হয়।

www.amarboi.org

ইসলামী ঐক্যের জন্য বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেবের প্রচেষ্টা

ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব অনুভব করে যারা সকল ইসলামী দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী রাজনৈতিক দল সমূহের নেতৃবৃন্দকে এক মঞ্চে সমবেত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করে এসেছেন।

গত সেপ্টেম্বর (১৯৯৮) দেশের কলঙ্ক এক নষ্টা ও ভ্রষ্টা মুরতাদ পলাতক মহিলার গোপনে দেশে ফিরে আসার পর যত দল ও সংগঠন তার শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সে সবের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে খতীব সাহেব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে সম্মিলিতভাবে গণসমাবেশ ও আন্দোলন করার জন্য সম্মত করেন এবং এ সিদ্ধান্তের পক্ষে তাঁদের দস্তখতও সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বৈঠকে সম্মতি দেয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কোন মহল পিছিয়ে যাবার কারণে এ ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হলো না।

গত জুন '৯৮ মাসে মুহতারাম খতীব সাহেবের সভাপতিত্বে ঐক্য প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল দ্বীনী মহলকে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এমন সব ইস্যু বাছাই করতে হবে যে বিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নেই। এ নীতির ভিত্তিতে উক্ত বৈঠকে একটা খসড়া তৈরি করা হয় এবং বৈঠকে উপস্থিত সবাই তাতে দস্তখত করেন।

জামায়াতে ইসলামী COP-এর অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রেসিডেন্ট পদে মহিলা প্রার্থী দেবার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য মুফতী শফী সাহেবের করাচিস্থ বাসভবনে ৫ সদস্যের যে ডেলিগেশন পাঠিয়েছিল আমি তাদের একজন ছিলাম। মুফতী সাহেব সম্মতি দেবার পর জামায়াত বৈঠকে এ বিষয়ে একমত হয়। (লেখক)

www.amarboi.org

উক্ত বৈঠকে খতীব সাহেব দুটো বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ঃ

১। "ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে সকল পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বসম্মত বিষয়ে এক মঞ্চে সমবেত হওয়া কর্তব্য। ১৯৫১ সালে করাচিতে ৩১ জন নেতৃস্থানীয় ওলামা একমত হয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ ৩১ জনের মধ্যে কোন মহলই বাদ পড়েনি। শিয়া, আহলি হাদীস, ব্রেলভী, দেওবন্দী এবং জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের ঐক্য দ্বারা 'ইজমা' হয়ে গেল যে দ্বীন ইসলামের প্রয়োজনে এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐ সময় যারা ঐক্যবদ্ধ হলেন আজ তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার আরও বেশী প্রয়োজন। তাই ঐক্য না হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

২। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ক্ষমতার মূল নেতৃত্ব মহিলার হাতে থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্বৈরশাসককে অপসারণের উদ্দেশ্যে বিকল্প পুরুষ নেতৃত্ব পাওয়া না গেলে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোন মহিলার নেতৃত্ব অপরিহার্য হলে সাময়িকভাবে তা মেনে নেয়া যায়। এ বিষয়ে ১৯৬৫ সালে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) যখন মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে চাইল তখন মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাঃ শাফী, মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (র.), মাওলানা আতহার আলী (র.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) সহ অনেক ওলামায়ে কেরাম এতে সম্মতি দিলেন।

ইসলামী পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপকারী হিসাবে আইয়ুব খান আলেম সমাজের নিকট ইসলাম বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। ইংরেজ শাসকরা সকল ইসলামী আইনের বদলে রোমান ল' চালু করলেও তারা পারিবারিক আইনে হাত দেয়নি। আইয়ুব খানই প্রথম এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন।

সুতরাং যালেম ও ইসলাম বিরোধী সরকার থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন পুরুষ নেতৃত্বের পক্ষে সর্বদলীয় ঐক্যের অভাবে নারী নেতৃত্বের সমর্থনের পক্ষে ঐকমত্যের উদাহরণ রয়েছে।"

www.amarboi.org

ঝালকাঠির কায়েদ সাহেব ও ফুরফুরা শরীফের ঢাকাস্থ কেন্দ্র দারুস সালামের মুফতী সাঈদ আহমাদের প্রচেষ্টা

১৯৯৭ সালের এপ্রিলে ঝালকাঠিতে শর্ষিনার 'কায়েদ সাহেব' নামে খ্যাত মাওলানা আযীযুর রাহমান সাহেবের উদ্যোগে তারই মাদ্রাসায় ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে এক বৈঠক হয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হিসাবে ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম ও মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন সাঈদী ও মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বৈঠকে দেশের সর্বস্তরের ইসলামপন্থীদের ঐক্য প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব, ড. মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, চরমোনাইর পীর সাইয়েদ ফজলুল করীম সাহেব, মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন সাঈদী সাহেবও ছিলেন।

তাঁরা ঐক্যের মহান উদ্দেশ্যে একটা চমৎকার নীতিকথা ব্যবহার করেন। তা হলো 'ইত্তিহাদ মায়াল ইখতিলাফ" (মতপার্থক্য সহই ঐক্য)। তারা খুবই বাস্তবভিত্তিক পরিভাষা গ্রহণ করেছেন। সব রকমের মত পার্থক্য মিটিয়ে দেয়া সহজসাধ্য নয়। অথচ দ্বীনের মহান স্বার্থে ঐক্য প্রয়োজন।

ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের পর ঢাকার বিভিন্নস্থানে উক্ত কমিটির উদ্যোগে এ পর্যন্ত ইসলামী নেতৃবৃন্দের অনেক কয়টি বৈঠক হয়। মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেব ঐসব বৈঠকের আয়োজনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বৈঠকগুলো পরিচালনা করেন।

বৈঠকে বিভিন্ন সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ঃ বাইতুল মুকাররামের খতীব মাওলানা ওবাইদুল হক, ঝালকাঠির মাওলানা আযীযুর রহমান, শাইখুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম, মাওলানা আবদুল জাব্বার, মাওলানা আবদুস সুবহান, মাওলানা নূরুল হুদা ফায়জী, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, মাওলানা ছিফাতুল্লাহ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। এ মহতী উদ্যোগটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। বাকী আল্লাহর মর্জী।

www.amarboi.org

এক বৈঠকে আমার যোগদান

গত বছর (১৯৯৭) জুলাই মাসের বৈঠকে আমাকে দাওয়াত দিলে উৎসাহ নিয়ে হাজির হই। ঝালকাঠির কায়েদ সাহেব, ফুরফুরার পীর সাহেব, বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেব, শাইখুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক সাহেব, মাওলানা মুহীউদ্দিন খান সাহেব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

আমি ছাড়াও দাওয়াত পেয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাওলানা আবদুস সুবহান ও মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন সাঈদী ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা সাঈদী সাহেব ঝালকাঠির বৈঠক থেকে নিয়ে পরবর্তী অনেক বৈঠকেই হাযির ছিলেন।

সবাই লক্ষ্য করলেন যে, ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব চরমোনাইর পীর সাহেব ঐ বৈঠকে হাজির হননি। অবশ্য তার দলের সেক্রেটারী জেনারেল উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কিছু কথাবার্তার পর পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক করা হয়। এ পরম্পরায় পরবর্তীতে আরো কয়টি বৈঠক হয়।

কিছুদিন পর মুফতী মাওলানা সাঈদ সাহেব আমাকে জানালেন যে, এক বৈঠকে চরমোনাইর পীর সাহেবের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি ও ড. মুস্তাফিজুর রহমান চরমোনাইর পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। এতে আমি রাজি হয়ে চরমোনাইর পীর সাহেবের সাথে আমার বৈঠকের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই। তারপর আমি ড. মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব হতে নিম্নরূপ চিঠি পাই।

www.amarboi.org

ড. মুস্তাফিজ সাহেবের চিঠি

মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব

আমীর

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাব,

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, اَلاِتِّحَادُ مَعَ الاِخْتِلاَف - একটি মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর একটি বৈঠকে আপনিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আপনি মোবারকবাদ জানিয়েছেন এবং কামিয়াবী কামনা করেছেন। বিগত ১১.৭.৯৭ তারিখ দারুস সালামে ফুরফুরা পীর সাহেবের দরবারে এর একটি বৈঠকে জনাব মাওলানা আবদুস সোবহান ও এডভোকেট নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে চরমোনাইর পীর সাহেবের ঐক্যের ব্যাপারে একটি কথার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং আপনি আপনাদের সুবিধামত সময় ও স্থানে একত্রে মিলিত হয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য বিস্তারিত আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য ফয়সালায় উপনীত হবেন। কারণ চরমোনাইর পীর সাহেব জনসমক্ষে বলে ফেলেছেন যে, 'জামায়াতে ইসলামী খাঁটি ইসলামী দল নয়', অতএব ঐক্যের খাতিরে এ ব্যাপারে মনখোলা আলোচনার প্রয়োজন। এ কথা থেকে তাকে ফিরে আসতে হলে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হবে। তাই আপনারা উভয়ে যদি একস্থানে বসে আলোচনা করেন, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সুরাহা হয়ে যাবে এবং তা হবে মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত কল্যাণবহ। এ ব্যাপারে আপনাদের উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে আমি ও মুফতী সাঈদ সাহেব আপনাদের আলোচনায় উপস্থিত থাকতে প্রস্তুত আছি। পরবর্তী কার্যক্রম আপনারা উভয়ে স্থির করবেন।

আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় যথাসময়ে আপনাকে লিখতে ব্যর্থ হয়েছি, এ জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত। আল্লাহ তার সন্তুষ্টি হাসিল করার তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন।

www.amarboi.org

ড. মুস্তাফিজুর রহমানের প্রেরিত চিঠির ফটোকপি

بسم الله الرحمن الرحيم

Dr. Muhammad Mustafizur Rahman
Ph. D. (London), M. A., B. A. Hons. (Dhaka), M. F. (Dhaka)
PROFESSOR
DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : (Off.) [illegible]
(Res.) [illegible]

الدكتور محمد مصطفيض الرحمن
استاذ القسم العربي، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش
التليفون: مكتب [illegible]
منزل [illegible]

মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব
আমীর জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জনাব,

আপনি অবগত আছেন যে, "الاتحاد مع الاختلاف" একটি মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ওর একটি বৈঠকে আপনিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ওর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আপনি মোবারকবাদ জানিয়েছেন এবং কামিয়াবী কামনা করেছেন। কিন্তু ২১.৭.৯৭ তারিখে মারকায আলাদে ফুরফুরা পীর সাহেবের দরবারে ওর একটি বৈঠকে জনাব মাওলানা মাহমুদ মোস্তফা ও এডভোকেট নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে চরমোনাইর পীর সাহেবের ঐক্যের ব্যাপারে একটি কথার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং আপনি আপনাদের সুবিধামত সময় ও স্থানে একত্রে মিলিত হয়ে উভয় পক্ষের মতামত বিস্তারিত আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হবেন। কারণ চরমোনাইর পীর সাহেব ঐ মজলিসে বলে ফেলেছেন যে, "জামাতে ইসলামী খাঁটি ইসলামী দল নয়", অতএব ঐক্যের খাতিরে এ ব্যাপারে মতবিনিময় আলোচনার প্রয়োজন। এ কথার থেকে তাকে ফিরে আসতে হলে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। তাই আপনারা উভয়ে যদি একস্থানে বসে আলোচনা করেন, তাহলে আশাকরি ভুল বুঝাবুঝি দূর হবে। এবং তা হবে ইত্তেহাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। এ ব্যাপারে আপনাদের উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে আমি ও মাওলানা মাহমুদ সাহেব আপনাদের আলোচনায় উপস্থিত থাকতে প্রস্তুত আছি। পরবর্তী কার্যক্রম আলোচনা-উত্তর স্থির করবেন।

আমি প্রতিদিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় যথাসময়ে আপনাকে লিখতে দেরি হয়েছে, বিধায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আল্লাহ তাঁর মর্জি মাফিক কাজ করার তৌফীক আমাদের সবাইকে দান করুন।

ওয়াসসালাম
মুস্তাফিজ
২৮/৭/৯৭

ড. মুস্তাফিজকে লেখা জওয়াব

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্যোক্তা

প্রিয় ভাই,

ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আশা করি আল্লাহর ফযলে ভাল আছেন। আপনার ২৮-৭-৯৭ তারিখের পত্রখানা যথাসময়ে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের জন্য অশেষ শুকরিয়া।

ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে এর প্রেক্ষিতে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টায় আপনার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে আপনার প্রস্তাব আমি সাদরে কবুল করা কর্তব্য মনে করছি।

জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা পোষণ করে। এ বিষয়ে আমার লিখিত পুস্তকে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। তাছাড়া চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেব সহ দেশের বরেণ্য ওলামা ও মাশায়েখগণের সাথে আমাদের একক ও যৌথভাবে একাধিক সাক্ষাৎ ও বৈঠকাদি হয়েছে। ঐসব বৈঠক ও সাক্ষাতের মাধ্যমে আকায়েদ সম্পর্কে আমাদের অবস্থানের বিষয়ে যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করেছি।

সর্বশেষে বাংলাদেশের ২টি বৃহৎ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় মুহতামিমগণের সাথে সাক্ষাৎ ও পত্র যোগাযোগ হয়েছে। ঐ যোগাযোগের মাধ্যমে (১) ইসমতে আম্বিয়া (২) আদালতে সাহাবা এবং আরও কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলীয় অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর অনুলিপি আপনার খেদমতে এ সঙ্গে প্রদান করা গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ দ্বারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশে ইসলামী শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ইসলামী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীলগণ এবং পীর মাশায়েখগণ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে ইকামাতে দ্বীনের পথে ইনশাআল্লাহ কোন বাধাই টিকবে না।

www.amarboi.org

এ প্রেক্ষিতে আপনার পক্ষ থেকে হযরত পীর সাহেব ও আমার মাঝে বৈঠকের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে মুবারকবাদ জানাই। জনাব পীর সাহেব আমার গরীবখানায় বহুবার মেহেরবানী করে তাশরীফ এনেছেন। সে কথা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাকে আমি আপনার মাধ্যমে আন্তরিক মুহাব্বাতের সাথে আমার গরীবালয়ে তাশরীফ আনার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। তাঁর সাথে ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে মত বিনিময়ের এ সুযোগ পেলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

আপনার চিঠির জওয়াব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দুঃখিত। আশা করি আপনি মনে কষ্ট নেবেন না। ইতি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তারা দু'জন বহু চেষ্টা করেও পীর সাহেবকে আমার সাথে বৈঠকে মিলিত করার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হননি। মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী সাহেব অত্যন্ত আবেগ নিয়ে ইসলামী ঐক্যের আশায় পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। ইসলামী ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থে আমি তার সাথে বৈঠকের জন্য এখনও আগ্রহী।

পীর সাহেবের সাথে আমার অত্যন্ত মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ৮৯ সাল পর্যন্ত বহুবার মেহেরবানী করে আমার গরীবালয়ে তাশরীফ এনেছেন। ঢাকায় আসলে তিনি যেখানে থাকেন সেখানে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য একবার যেতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে যাওয়ার তকলীফ না দিয়ে নিজে এসে মহব্বতের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি কয়েকবারই সাক্ষাৎ আলোচনার সময় জামায়াতের কোন কোন বিষয়ে সমালোচনা করলে আমি মন্তব্য করেছি, "আপনাকে আমি এ জন্যই মহব্বত করি যে সামনাসামনি আপনি সমালোচনা করেন। এটাই সংশোধনের সহীহ তরীকা।"

www.amarboi.org

কতিপয় ইস্যুর উপর দস্তখত সংগ্রহ অভিযান

পরবর্তীতে জুন '৯৮-এর প্রথম দিকে মুহতারাম খতীব সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রণীত কতিপয় ইস্যুর উপর একটি খসড়ায় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের দস্তখত সংগ্রহের জন্য মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ ও ড. মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা যৌথভাবে দস্তখত সংগ্রহ অভিযান চালান। এ উদ্দেশ্যে তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। তারা ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেরই স্বাক্ষর সংগ্রহে সক্ষম হন।

দস্তখতকৃত ঐ খসড়াটি এখানে প্রকাশ করা হলো ঃ

দেশের শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী নেতৃবর্গের আবেদন

পরকালীন মুক্তি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর দেওয়া ইসলামী শরীয়াত অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কওম ও মিল্লাতের এই ক্রান্তিকালে নিজেদের নাজাতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের নিমিত্তে আসুন আমরা যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানি, ইসলামকে একমাত্র সত্য দ্বীন হিসেবে মানি এবং হযরত মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বিশ্বনবী ও শেষ নবী হিসেবে মানি আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে সঠিক আদর্শ হিসেবে মানি, তারা সকলে মিলে-মিশে কাজ করি এবং পারস্পরিক মত পার্থক্যগত অনৈক্যের উর্ধ্বে থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্য পথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হই।

১. সমাজে বিরাজমান অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয় থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে কুফর, শির্ক ও বিদআত এবং চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল ছায়াছবি, গান-বাজনা, উলঙ্গপনা, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস ও চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সমাজ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ রোধ করার কার্যকর ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা যায় তা নিশ্চিত করা প্রতিটি দ্বীনদার মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা প্রতিটি মুসলমানের দ্বীনী দায়িত্ব। সমাজে বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ইসলামী শরীয়াত পালন না করার কারণে এ ধরনের অমানবিক আচরণের প্রসার ঘটছে।

www.amarboi.org

ইসলামী পারিবারিক আইন ও পর্দা প্রথা যথাযথভাবে যাতে চালু করা হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

৩. শিক্ষা একটি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলাম শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একটি দেশের জনগণের ঈমান আকীদার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের ঈমান আকীদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষার অবিদ্যমানতা শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার অর্থবহ প্রচলন অত্যাবশ্যক।

প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, আরও কার্যকরী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪. তাহজীব ও তামাদ্দুন একটি জাতির প্রাণশক্তি। যখনি কোন জাতি স্বীয় তাহজীব তামাদ্দুন থেকে দূরে সরে যায় কিংবা অনীহা প্রকাশ করে তখন সে জাতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুনের পরিপন্থী মূর্তি ও প্রতিমা নির্মাণ করা হচ্ছে, অগ্নি সম্মান করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে, মাদ্রাসা জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, আজানের প্রতি কটুক্তি করা হচ্ছে, যার ফলে কোন কোন দেশে মাইকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলাম বিরোধী এনজিওদের ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করছে। টেলিভিশন ও রেডিওতে ইসলাম বিরোধী নাটক ও উপন্যাস প্রচারিত হচ্ছে, যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ধ্বংসের পথ অবারিত করে দিচ্ছে। প্রতিটি দ্বীন দরদী মুসলমানের পক্ষে এসবের প্রতিকারের জন্য সাধ্যানুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৫. কাদিয়ানীরা রাসূলে করীম (সঃ)কে শেষ নবী বলে মানে না, অতএব তারা মুসলিম নয়। তারা মুসলিম না হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায়। আমিন ॥

www.amarboi.org

ওলামা সম্মেলনে আমার আহ্বান

১৯৯৭ সালের ৩১শে অক্টোবর খুলনায় অনুষ্ঠিত বিরাট ওলামা সম্মেলনে আমার যে দীর্ঘ বক্তব্য পড়ে শুনানো হয় এর অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি ঃ

জামায়াতে ইসলামীর আকীদা

আকায়েদ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হিসাবে হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের আকীদাই জামায়াতে ইসলামীর আকীদা। এ বিষয়ে যদি জামায়াতে ইসলামীর প্রচারিত সাহিত্যে কোথাও কোন ভুল ধরা পড়ে তাহলে তা ধরিয়ে দেয়ার জন্য সম্মানিত ওলামায়ে কেরামকে অনেক আগেই অনুরোধ করা হয়েছে। এ সম্মেলনে উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের প্রতিও আমার আবেদন যে, আপনারা এই বিপুল সাহিত্য অধ্যয়ন করে এ বিষয়ে জামায়াতকে সাহায্য করুন। এ সব সাহিত্যে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ব্যক্তিজীবন থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

তবে নবী ছাড়া যেহেতু আর সকলেরই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই এসব সাহিত্যেও ভুল থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই আমি ১৯৮১ সাল থেকে বহু সংস্করণে প্রকাশিত ইকামাতে দ্বীন বইতে এবং ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে দেশের ইসলামী দলসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের নিকট এই আবেদনই জানিয়েছি যে, তারা যেন মেহেরবানী করে এ বিষয়ে জামায়াতকে সহযোগিতা করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা মুতাবিক জামায়াতে ইসলামী নবী ও রাসূলগণকে মাসুম বলে বিশ্বাস করে। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অহী দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাঁদের কোন গুনাহ, ত্রুটি বা ভুল হওয়া স্বাভাবিক নয়। কুরআন পাকে তাঁদের যে কয়টি ভুল সংশোধনের উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন সামান্য ভুল হয়ে থাকলেও ওহীর মাধ্যমে

www.amarboi.org

সংশোধন করা হয়েছে। এ কারণেই নিশ্চিতভাবে তাঁরা সকল ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন বলে বিশ্বাস করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগণ রাসূল (সাঃ)-এর মত অহী দ্বারা পরিচালিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা পরিপূর্ণ এখলাসের সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)কে (সুন্দরতম আদর্শ) বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে উৎকৃষ্ট অনুসরণকারী বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমরা যদি নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যিকারভাবে আনুগত্য করতে চাই তাহলে এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকেই আদর্শ হিসাবে মানতে হবে। যে কুরআন ও হাদীস ইসলামী ইলমের আসল উৎস তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই নির্ভুলভাবে পরবর্তী উম্মতের নিকট পৌঁছেছে। নবী করীম (সাঃ)-এর কোন কথা বা কাজকে কারো কাছে পেশ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য তারা পরিবেশন করেননি। একথা যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহলে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা নির্ভুল বলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদায় এ বিশ্বাসকেই আদালতে সাহাবা বলা হয়। জামায়াতে ইসলামী আদালতে সাহাবায় পূর্ণ বিশ্বাসী।

আপনাদের নিকট তিনটি বিশেষ আবেদন

আপনাদের খেদমতে আমি তিনটি বিশেষ আবেদন পেশ করতে চাই। প্রথমতঃ জামায়াতের প্রকাশিত সাহিত্য ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করে কোন ভুল চোখে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। আপনাদের মধ্যে যারা উর্দু পড়তে পারেন তারা বাংলায় অনুবাদ না পড়ে উর্দুতে পড়লে বেশী তৃপ্তি পাবেন। এ বিপুল সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ করে 'তাফহীমুল কুরআন' নামে কুরআনের তাফসীর, 'সীরাতে সারোয়ারে আলম' নামে রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শত শত প্রশ্নের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আকর্ষণীয় জওয়াবের সংকলন 'রাসায়েল ও মাসায়েল' সাত খণ্ড অধ্যয়নের জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া কর্তব্য মনে করি। দ্বিতীয়ঃ আপনাদের পরিচিত সকল ওলামাকে এ সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ করে দিন। এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে কিছু ফতোয়ার কারণে যারা এ সাহিত্য অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকেন তারা এ সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ পেলে ঐ সব ফতোয়া কতটুকু সঠিক তা

www.amarboi.org

বুঝতে সক্ষম হবেন। এ সাহিত্যে ইসলামী জ্ঞানের যে সম্পদ রয়েছে তা যদি তারা অধ্যয়ন করেন তাহলে ইসলামী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য তারা হয়ত অনেকেই এগিয়ে আসবেন। তৃতীয়তঃ এ আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য ওলামায়ে কেরামই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। আপনারা এগিয়ে এলে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ওলামায়ে কেরামের প্রাধান্য সৃষ্টি হবে। জামায়াতে ইসলামী এটাই কামনা করে। তাই যখনি কোন আলেমের মধ্যে সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তখনি তার উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণের চেষ্টা করা হয়। জামায়াতের রুকনদের মধ্যে যারা আলেম নন তারাও যখন সাংগঠনিকভাবে কোন আলেমকে এক কদম এগিয়ে আসতে দেখেন তখন তারা তাকে আরো দশ কদম এগিয়ে দেন। সংগঠন পরিচালনার যোগ্য আলেম পাওয়া গেলে জামায়াতের সকল স্তরেই নেতৃত্বের জন্য তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা দেয় তাদের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের ইলমের অধিকারী হওয়া সবচেয়ে বেশী জরুরী। আর এ গুণ আলেমদের মধ্যেই বেশী পাওয়ার আশা করা যায়।

ইসলামী ঐক্য

আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে ইসলামের এক বিরাট শক্তি বিদ্যমান। লক্ষাধিক মসজিদের ইমাম ও মুসল্লিগণ, হাজার হাজার মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ, ওয়ায়েয ও মুবাল্লিগগণ এবং মাশায়েখ ও পীরগণ সহ আরও অনেকেই ইসলামেরই পতাকা বহন করছেন। আহলে হাদীসের ওলামা ও সংগঠকগণ দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। এসবের মাধ্যমে দ্বীনের বিরাট দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু খেদমতে দ্বীনের দ্বারা দ্বীন বিজয়ী হতে পারে না। তাই ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে দ্বীনের খাদেমগণকে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন পরিচালনার কোন বিকল্প নেই। শুধু খেদমতে দ্বীনের দ্বারাই দ্বীন কায়েম হওয়া সম্ভব নয় বলেই বিগত শতাব্দীতে তাহরিকে মুজাহিদীন এবং এ শতাব্দীর ৪০-এর দশকে জামায়াতে ইসলামী ও ৫০-এর দশকে নেযামে ইসলাম পার্টি কায়েম হয়েছিল। ইকামাতে দ্বীনের পেছনে মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, খানকা, ওয়ায ও তাবলীগ বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে কিন্তু ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন ছাড়া শুধু ঐসব খেদমতে দ্বীনের দ্বারা আপনাআপনি দ্বীন বিজয়ী হতে পারে না।

www.amarboi.org

জামায়াতে ইসলামীর জন্য এটা অত্যন্ত উৎসাহের বিষয় যে ৮০-এর দশক থেকে খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ আরো কতক ইসলামী সংগঠন ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে আন্দোলনরত রয়েছে।

উপরিউক্ত খেদমতে দ্বীন ও ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ মিলে ইসলামের যে বিরাট শক্তির পরিচয় বহন করে তা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার কারণে ইসলাম বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বাতিল শক্তি দাপটের সঙ্গে ইসলামের বিরোধিতা করার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামী ঐক্য এদেশের মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী। এ ঐক্য সৃষ্টি হলে জনগণের মধ্যে নিশ্চিতভাবে এমন ব্যাপক সাড়া পড়বে যার মুকাবিলা করার সাধ্য কারো থাকবে না।

ইসলামী ঐক্যের মূল ভিত্তিই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা যা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত অবস্থায় আকায়েদের কিতাবে মওজুদ আছে। সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ঐ আকীদাসমূহ স্বীকার করে একই দলীলে স্বাক্ষর করে ঐক্যের ঘোষণা দিলে আর কোন জটিলতা থাকে না। তাছাড়া ১৯৫১ সালে সকল ইসলামী মহলের ৩১ জন ওলামা ইসলামী শাসনতন্ত্রের যে ২২ দফা চুক্তি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাও ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি বলে গণ্য। আমি দেশের সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে এযামকে ঐক্যের এই দুটো ভিত্তিকে সামনে রেখে দেশের সকল ইসলামী মহলকে এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার জন্য আকুল আবেদন জানাই।

আল্লাহ তায়ালা মুখলিসীনে দ্বীনকে তাওফীক দান করুন, যাতে অবিলম্বে এ ঐক্যশক্তি সৃষ্টি করে দেশের ১১ কোটি মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী পূরণ করতে পারেন। আমীন ॥

www.amarboi.org

১৯৯৪ সালের ৩০শে অক্টোবর ঢাকাস্থ আল ফালাহ্ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওলামা ও মাশায়েখ সম্মেলনে আমার বক্তব্যের একাংশ

অনেক মুসলিম দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। জনগণের শতকরা ৯০ জন মুসলমান। জনগণের সামনে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস কারো নেই। দেশে বিরাট সংখ্যক ওলামা রয়েছে। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও পুঁজিবাদের পক্ষে নন বরং ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে আলেম সমাজ অত্যন্ত সক্রিয়।

এসব দিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের অনুকুল পরিবেশ রয়েছে। যারা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের খেদমতে নিয়োজিত আছেন তারা বাতিল শক্তির মুকাবিলায় সকলে সাংগঠনিকভাবে যদি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে এগিয়ে আসেন তাহলে এদেশে ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে মুসলিম দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। আশেপাশে কোন মুসলিম দেশই নেই। কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। তাছাড়া এদেশে শিয়া সমস্যা ও মাযহাবী ফেরকাবন্দী না থাকায় ইকামাতে দ্বীনের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ বড় কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। ইকামাতে দ্বীনের ব্যাপারে হানাফী ও আহলি হাদীসের মধ্যে কোন মত-বিরোধ নেই।

তাই আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের উপর ভরসা করে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদাহরণ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবার জন্য সম্মানিত ওলামা ও মাশায়েখের খেদমতে আকুল আবেদন জানাই। একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করতে পারলে মানবজাতি অবশ্যই এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। কারণ মানুষ

www.amarboi.org

নিজের কল্যাণ চায় এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা দেখার সুযোগ পেলে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হবে।

তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদেশী ও দেশী বাতিল শক্তি এ প্রচেষ্টাকে ঠেকাবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। কিন্তু এর মুকাবিলায় যদি আমরা জান ও মালের কুরবানী দিতে থাকি তাহলে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য থেকে আমরা নিশ্চয়ই মাহরূম থাকব না।

www.amarboi.org

লেখকের অন্যান্য বই

- কুরআন বুঝা সহজ
- সীরাতুন্নবী সংকলন
- বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
- ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
- ইকামাতে দ্বীন
- আল্লাহ্‌র আইন ও সৎলোকের শাসন
- কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের চার দফা কর্মসূচী
- মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন?
- আদম সৃষ্টির হাকীকত
- মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব
- আল্লাহ্‌র দরবারে ধরণা
- দেশ গড়ার ডাক
- আমার দেশ বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের রাজনীতি
- পলাশী থেকে বাংলাদেশ
- ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ
- মুমিনের জেলখানা
- মনটাকে কাজ দিন
- বিয়ে তালাক ফারায়েয
- ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ
- মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
- যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ
- বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
- জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
- অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী

Arunkon